ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির পেটিবুর্জোয়া অতিবিপ্লবী বিচ্যুতি

৪

লেনিন দিবস সংখ্যা

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জ্জী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা | শনিবার ২১শে জানুয়ারী ১৯৫০, ৭ই মাঘ, ১৩৫৬ | মূল্য—দুই আনা

ারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্যদের মুখে প্রা এই কথাটা শোনা যায় যে ভারতীয় "dition is mature for revoluti ভারতবর্ষের অবস্থা বিপ্লবের অনুকূলে স পে এসে গিয়েছে ; বাকি শুধু সময় ম আঘাত হানা। সম্ভবতঃ তাঁরা সেই অ হেনে চলেছেন বোমা ও এসিড ব সাহায্যে। তাঁদের এই বিশ্লেষণ প্র ফ্রণ্টের কাজের মধ্যেও ব্যাপ্ত হতে বা এবং তা হয়েছেও। তাই এ,আই, টি, সির বার্ষিক রিপোর্টে দেখা যায়, "তবর্ষের শ্রমিক শ্রেণীর বর্ত্তমান অ সম্বন্ধে মোহমুক্তি ঘটেছে ; তারা বু পেরেছে সামান্যতম দাবী আদায় ক হলেও চূড়ান্ত সংগ্রামে না নেমে উপ নেই আর ঠিক এই কারণেই ধর্ম সংখ্যা যেমন বেড়ে চলেছে তে তা বিপ্লবীরূপও নিচ্ছে।" শুধু শ্রমি শ্রেণী সম্বন্ধেই তাঁদের এই মত নয়, কৃষ বুদ্ধিজীবি অংশও নাকি বিপ্লবের অপা র্য্যতা বুঝতে পেরে বিপ্লবের পক্ষে চলে ছে। বক্তব্য তাঁদের এইখানেই শেষ তাই তাঁদের কোন কোন বক্তা, যাঁর নামকরা অধ্যাপক এবং বর্ত্তমানে দলে নেতৃস্থানীয়, এমন কথা পর্য্যন্ত বল আরম্ভ করেছেন যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী শ্রেণী হিসাবে বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে হেতু আজকের দিনের মধ্যবিত্ত শ্রেণী তীতের মধ্যবিত্তের সমগোত্রীয় নয় এখন তারা প্রায় সর্বহারা শ্রেণী ভুক্ত য়ে পড়েছে। এই কথাগুলো আবা একবার আলোচনা করে দেখা দরকা সত্যই কি ভারতবর্ষের রাজনৈতি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিপ্লবে অনুকূলে চলে গিয়েছে ?

ড লেনিন তাঁর "Marxism and urrection" প্রবন্ধে বলেছেন বিপ্লবী রিস্থিতি বিচার করার সময় ভুললে বে না যে, বিপ্লব নির্ভর করবে অগ্রগ শ্রেণীর ওপর দলীয় প্রস্তুতি কিংবা ষড়যন্ত্রের ওপর নয়। এইটা হল প্রথম —"...must rely not upon cons cy and *not upon party* but n the advanced class. That the first point" দেখা যাক সর্ত্তানুসারে ভারতীয় বিপ্লবী শ্রেণীগু অবস্থা। এই বিষয় আলোচনা করতে ভারতবর্ষে সামাজিক শ্রেণী সম্পর্কে বর্ত্তমান অবস্থান কি অর্থাৎ সোজা য় ভারতবর্ষ বিপ্লবের কোন স্তরে তে তা না বিচার করে উপায় নেই। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট কংগ্রেসী নেতাদের হাতে দেশ শাসনের ভার অর্পিত হওয়ায় ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে সন্দেহ নেই ; তবে সে স্বাধীনতা শোষিত জনতার নয় পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বাধীনতা। আর তাও আবার পূর্ণ নয় ; সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক শোষণের ফাঁসে বাঁধা অর্দ্ধ স্বাধীনতা। কিন্তু যতই অসম্পূর্ণ এই স্বাধীনতা হক, দেশের বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী সম্পর্কের মধ্যে তা এনে দিয়েছে এক চূড়ান্ত পরিবর্ত্তন। ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে ভারতবর্ষের যে সংগ্রাম ছিল মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এই স্বাধীনতার পর তা পরিবর্ত্তিত হয়ে রূপ নিয়েছে প্রধানতঃ শ্রেণী সংগ্রামের ; অর্থাৎ ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর অতিক্রম করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে উপনীত হয়েছে। অবশ্য এ কথা ঠিক অর্থনৈতিক দিক হতে ভারতবর্ষে এখনও বুর্জোয়া গণতন্ত্র অপূর্ণ রয়ে গিয়েছে যেহেতু আজও সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ অক্ষুণ্ণ আছে কিন্তু বিপ্লবের রাজনৈতিক তাৎপর্য্য অনুযায়ী ভারতবর্ষ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে এসে পৌঁচেছে। সেই কারণে ভারতের আগামী বিপ্লবের strategy হচ্ছে নিম্নোক্ত রূপ। মূল লক্ষ্য—পুঁজিবাদী সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী শোষণ উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, প্রধান শত্রু—ফ্যাসিবাদী কংগ্রেস ও তার সাহায্যকারী বিশ্ব প্রতিক্রিয়া, আঘাত হানার বিশেষ ধারা—সোস্যালিষ্ট পার্টি ও পুঁজিবাদের সঙ্গে আপোষকামী অন্যান্য দলকে অকর্মণ্য (neutralise) করা, বিপ্লবের প্রধান শক্তি—শ্রমিক শ্রেণী, বিপ্লবের সহায়ক শক্তি—নিজের দেশের গরীব ও মাঝারী চাষী ও বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের নিম্নাংশ এবং অন্যান্য দেশের সর্বহারা শ্রেণী, কার্য্যক্রম—শ্রমিক শ্রেণী ও গরীব চাষীর শ্রেণীমৈত্রী।

তাহলে দেখা গেল বিপ্লবের প্রধান শক্তি হল শ্রমিক শ্রেণী। কোন কালেই কোন দেশেই মধ্যবিত্তরা শ্রেণী হিসাবে বিপ্লবের প্রধান শক্তি হয়নি এবং হবে না। দলত্যাগী এম, এন রায় যে মত প্রচার করছেন ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতারা তাকে মুখে গালাগাল মাঝে মধ্যে দিয়েও

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

যুদ্ধবিরোধী গণমোর্চা ও শ্রমিকশ্রেণীর দল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সেই চিন্তার খপ্পরে পড়ে ঘুরছেন। এই ধরণের ভ্রান্তি হওয়া অবশ্য স্বাভাবিক ; কারণ দল যখন শ্রমিক শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মধ্যবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে তখন এই রকমই হয়। তবুও মুখে এত দিন শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের কথাও শোনা যেত এখন তা গিয়ে আসল কথাটা বেরিয়ে পড়েছে। এইবার বিচার করে দেখা থাক এই অগ্রগামী শ্রেণীর আসল অবস্থা কি। প্রথমেই জানা দরকার এই শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কারখানার শ্রমিকরা যেমন পড়ে তেমনি পড়ে গ্রামের ক্ষেত মজুররা। ভারতবর্ষে এরা প্রায় মোট গ্রামবাসীর শতকরা [illegible] ভাগের মত। অথচ যদি খাঁটি কথা স্বীকার করতে হয় তাহলে বলতে হয় আজ পর্যন্ত তাদের সত্যিকারের কোন নিজস্ব প্রতিষ্ঠানই গড়ে তোলা হয় নি। মধ্য চাষীদের বিরুদ্ধে ক্ষেত মজুরদের সংগ্রামী ভূমিকা আছে বলেই কমরেড লেনিন এদের নিজস্ব আলাদা সংগঠন গড়তে এবং এরা বৃহত্তর সর্বহারা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে সেই সংগঠনকে কল-কারখানার শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু দ্বিতীয় কংগ্রেসের আগে পর্যন্ত ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিতে কৃষকের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম লক্ষ্যই করতে পারেননি ফলে প্রধানতঃ মধ্য চাষীর সংগঠন কৃষক সভার মধ্যে ক্ষেত মজুরদের জুড়ে দিয়েছিলেন। কৃষক সভার নেতৃত্ব অবস্থাপন্ন চাষীদের হাতে থাকায় বহুক্ষেত্রে ক্ষেত মজুর ও গরীব চাষীদের বিরুদ্ধে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে অবস্থাপন্নের হাতের অস্ত্র। যদি পুরাণো ভুলের কথা ছেড়েও দেওয়া হয়—যদিও তা বেশী দিনের কথা নয়—তাহলেও এখনও এক বছরই হয়নি ক্ষেত মজুরদের সংগঠন গড়া এবং এই সময়ের মধ্যেও তাদের না করা হয়েছে সমাজতান্ত্রিক শ্রেণী সচেতন তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম ও উপযুক্ত সময়োপযোগী আন্দোলন চালিয়ে, না করা হয়েছে সুষ্ঠুভাবে সংঘবদ্ধ। ফলে অতীতে তারা যে তিমিরে ছিল তার চেয়ে বিশেষ কিছু এগোয়নি এখনও। এইত গেল সর্বহারা শ্রেণীর একাংশের কথা ; তারপর হল অন্যাংশ কল কারখানার মজুরদের কথা। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের ধাক্কা ভারতবর্ষে লেগেছে আর সেই কারণে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী নিজের মুনাফা অবাহত রাখার উদ্দেশ্যে শ্রমিক শ্রেণীর ওপর আক্রমন চালিয়ে চলেছে। এই আক্রমনের ধারাও হয়েছে দুদিক দিয়ে। একদিকে দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে অর্থনৈতিক শোষণ অন্যদিকে ফ্যাসিবাদী দমন নীতির প্রয়োগে তাদের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার, সংঘবদ্ধ হবার অধিকার টুকুও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শ্রমিকরা যে ধর্মঘট করছে না তা নয় কিন্তু ধর্মঘটের সংখ্যা যে বেড়ে চলেছে বলে দাবী করা হচ্ছে সে কথা সত্য নয়। ১৯৪৭ সালে মোট ধর্মঘটের সংখ্যা যেখানে ১৮১১, পরের বছর ১৯৪৮ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৬৩৪য়ে ; ১৯৪৯ সালে এর চেয়েও কম। শুধু তাই নয় কোন ধর্মঘটই দীর্ঘদিন স্থায়ী হতে পারেনি। ১৯৪৭ সালে যেখানে ১৬,৫৬২,৬৬৬ রোজ নষ্ট হয়েছে, ১৯৪৮ সালে সেখানে তার অর্দ্ধেকেরও কম ; ৮,০৩৭,৫৩২ রোজ নষ্ট হয়েছে, ১৯৪৯ সালে তার চেয়েও শতকরা ২৫ ভাগ কম যদিও ধর্মঘটে যত শ্রমিক আগে যোগ দিয়েছিল তার সংখ্যা এখন খুব বেশী কমেনি। সুতরাং ধর্মঘটগুলি যে বিপ্লবী চরিত্র ধারণ করেছিল তার কোন প্রমান নেই। যেখানে মালিক পক্ষ জুলুমের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছে, যেখানে ধর্মঘট করে একটাতেও অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করা সম্ভব হয়নি বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্মঘট ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে আর তার সুযোগ প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কার পন্থী নেতারা নিয়েছে সেখানে ঐ সব ধর্মঘটকে বিপ্লবী চরিত্রের ভাবা শুধু অন্যায় নয় অপরাধজনক, বাস্তব অবস্থার দিকে চোক বুঁজে থাকা। বর্ত্তমানে ফ্যাসিষ্টদের নীতিই হল একদিকে অত্যাচারে অত্যাচারে শ্রমিককে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলা অন্যদিকে যে সমস্ত বামপন্থীদল ট্রেডইউনিয়নকে বিপ্লবী আন্দোলনের শিক্ষাক্ষেত্র বলে মনে করে বিশেষ করে তাদের দ্বারা পরিচালিত ধর্মঘটগুলি এবং সাধারণভাবে প্রত্যেক ধর্মঘটকে জোর করে ভেঙ্গে দেওয়া। উদ্দেশ্য হল শ্রমিক শ্রেণী যাতে বামপন্থী দল গুলির ওপর এবং নিজেদের শ্রেণীশক্তি সম্বন্ধে আত্ম বিশ্বাস হারায় তার চেষ্টা করা। এর সঙ্গে সঙ্গে আপোষ আলোচনার মারফৎ শ্রমিক শ্রেণীর সামান্যতম দাবী মানার অভিনয় করা হচ্ছে। ফলে রাজনৈতিক অচেতন, সমস্ত শ্রমিক শ্রেণী আজ যদি বুঝেও থাকে কংগ্রেস তাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করবে না তাহলেও বিপ্লবী আন্দোলনকে পুষ্ট করতে আদৌ রাজী নয় তার চেয়ে তারা জাতীয় ট্রেডইউনিয়নের পথ আপোষ আলোচনার পথেরই বেশী পক্ষপাতী।

শ্রমিক শ্রেণী বিপ্লবী নেতৃত্বের ডাকে সাড়া দেয় কিনা তার পরিচয় নেওয়া হয় রাজনৈতিক কারনে সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বানে। যদি শ্রমিকরা এগিয়ে আসে বাধা-বিপত্তি ভেঙ্গে তাহলে বোঝা যায় নেতৃত্ব কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অথচ সকলেই জানে, কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্যরাও জানেন যে, এ, আই, টি, ইউ, সি ও বি, পি, টি, ইউ, সি বোধ হয় পঞ্চাশবারের মত আমহরতাল পালনের আহ্বান দিয়েছে যার একটাও সাধারণ ও সফল হওয়া দূরে থাকুক কোন একটি কারখানায় আংশিক সফল ধর্মঘট হয় নি। বি, পি, টি, ইউ, সির দ্বারা আহুত এখনকার সভায় উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের দিকে তাকালেই বোঝাযাবে শ্রমিক শ্রেণীর ওপর কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রভাবে কত। শান্তি সম্মেলনে কত শ্রমিক যোগ দিয়েছিল তা দেখেও কি বলতে হবে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির ডাকে লাখে লাখে শ্রমিক সাড়া দেয়? প্রধান প্রধান শিল্পগুলির হিসাব নিলেই আসল অবস্থা কি রকম বিপ্লবের অনুকুলে তা স্পষ্ট হবে। বাংলা দেশের চটকলগুলোর মোট শ্রমিক সংখ্যা ৫০ লাখের মত। এদের মধ্যে অধিকাংশই আজও হতাশ হয়ে আই, এন, টি, ইউ, সির কবলে, কলকাতা ও বোম্বাইএর ডক ত সোস্যালিষ্ট পার্টির হাতে চলে গিয়েছে, ঝরিয়ার খনি অঞ্চল সোস্যালিষ্ট-দের কবলে ; যেদিন ঐ অঞ্চলে সোস্যালিষ্ট পার্টি প্রতীক ধর্মঘট ডাকে সেইদিন কম্যুনিষ্ট পার্টি 'আম হরতাল' ডাকে ঐ একই জায়গায় একই দাবীর সমর্থনে অথচ কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পূর্ণ আয়ত্তে যে ইউনিয়ন সেখানেও ধর্মঘট হলনা। রেল প্রভৃতির ব্যাপার সকলেরই জানা। যেখানে ১০০ জন শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেয় নি সেখানে নিজেদের কাগজে '৫০ হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ' দিয়েছে মিথ্যে করে বললেই আসল অবস্থা পালটিয়ে যায় না। আমরা আজ তৈরী হতে পারিনি তবে তৈরী হচ্ছি একথা বলতে আপত্তি থাকার কিছু নেই বরং বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বোঝায়। বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি বিপ্লবীর কাছে বড় কথা। আমরা মানি propagandaর মূল্য আছে কিন্তু মিথ্যার ওপর ভিত্তি যে propagandaর তার কোন দামই নেই। যে কোন কম্যুনিষ্টই জানেন—সোস্যাল ডিমোক্র্যাট বাদকে খতম না করতে পারলে পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন সফল হতে পারে না। কমরেড ষ্ট্যালিন স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—'In the period of preparation for October........the fight was ....between the bourgeoisie and the proletariat. In this period the petty-bourgeois democratic parties, the Socialist-Revolutionary Party and the Menshevik Party were the most social support of imperialism. Why? Because these parties were then the parties of *compromise* between imperialism and the labouring masses. ....Unless these parties were isolated, there could be no hope of a *rupture* between the labouring masses and imperialism, and unless this rupture was ensured, there could be no hope of the Soviet revolution achieving victory." (Problems of Leninism—page 112)। আর আমাদের দেশে যখন গান্ধীবাদের ভূত গোটা জনতার ঘাড়ের ওপর চেপে বসে আছে, যখন সোস্যাল ডিমোক্র্যাসিকে neutralise করা দূরে থাকুক তাদের শক্তি বেড়েই চলেছে, প্রায় গোটা শ্রমিক শ্রেণীই বিপ্লবী নেতৃত্বের বাইরে তখন নাকি দেশে বিপ্লবী অবস্থা জন্ম নিয়েছে! চমৎকার দৃষ্টিভঙ্গি সুন্দর বিশ্লেষণ! এ অবস্থা কাটাতে হলে শুধু দালাল বলে গালাগালি দিলে হবে কেন? ক্ষমাহীন আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। তা আজ কোথায়? শুধু যে বিপ্লবী আদর্শের প্রচার নেই সেইটাই দুঃখের কথা নয়, লজ্জার কথা কম্যুনিষ্ট বলে যাঁরা নিজেদের দাবী করেন সেই ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্যরা theory এর কথা শুনলে নাক সিঁটকে বলেন! "এখন theoryর সময় নয়, action এর।" কে

এখন আশু বিপ্লবের সময় নয়

গুলির ঐক্য গঠন বর্ত্তমানের অন্যতম কাজ

ায় এঁদের theoretical struggleও াম, 'practice without theory blind', এবং theoryকে পেতে হলে, র নির্ভুলতা প্রমান করতে হলে actice চাই-ই। তাই theoryর বলার মানে practiceকে বাদ দেওয়া

কাগজে পত্রে ভারতবর্ষের অবস্থা প্লবের অনুকুলে এই মত প্রকাশ করলেও বে তার কোন প্রমানই মিলছে না বলে রতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিকে আজ ব্যক্তিগত সবাদের পথ ধরতে হয়েছে। বিপ্লবের ান শক্তি অগ্রণী বিপ্লবী শ্রেণী আজ ছনে নেই, তাই দলীয় যান্ত্রিক প্রস্তুতির রই বিপ্লবের সফলতা নির্ভর করে এই ভাবা হচ্ছে। কমরেড লেনিন বিপ্লব দ্ধে দ্বিতীয় কথা বলেছেন—" must ly on the revolutionary spirit the people", জনতার বিপ্লবী মনো- বের ওপর বিপ্লবের সফলতা নির্ভর বে। যদি জনগণের বিপ্লব সফল তে হয় তাহলে বিপ্লবের পেছনে গণের সমর্থন টেনে আনতে হবে। যতদিন পর্য্যন্ত না জনতা নিজের ভিজ্ঞতার মারফৎ বিপ্লবের অপরিহার্য্যতা ছে, তার জন্য সংগঠিত হচ্ছে ততদিন বিপ্লব হতেই পারে না। অবশ্য কথা ঠিক সমগ্র জনসাধারণকে কোন নই বিপ্লবের পেছনে সক্রিয়ভাবে টেনে না যায় না। যারা মনে করে টেনে না যায়, তারা কল্পনারাজ্যে বিচরণ বলতে হবে। কিন্তু সক্রিয়ভাবে আনতে না পারলেও বিপ্লবের র্থক হিসাবে অন্ততঃ তাদের পেতেই । তা না পারলে অগ্রগামী অংশ বের জন্য প্রস্তুত থাকলেও তাকে ন্ত সংগ্রামে নামিয়ে দেওয়া অপরাধ। রেড লেনিন তাই সতর্ক করে ছেন—"It would be not only olish but criminal, to throw e vanguard into the final uggle so long as the whole ss, the general mass has not ken up a position either of ect support or at least of enevolent neutrality towards so long as all probability of supporting the enemy is not past"। বিপ্লবের জন্য যেখানে সর্বাপেক্ষা ও একমাত্র বিপ্লবী শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণীই প্রস্তুত নয় সেখানে সাধারণজনতার কি অবস্থা হতে পারে তা বলার দরকার পড়ে না। জনতার বিপ্লবী মনোভাব বাড়তির পথে তার কোন হদিশ মেলে না। কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্যরা যখন তাঁদের "চিন্তামত কলকাতার রাস্তায় খণ্ড বিপ্লব" আরম্ভ করেন বোমা আর এসিড বালব নিয়ে তখন কি জনগণের মনে তার প্রতিক্রিয়া তাঁরা লক্ষ্য করেছেন? সমর্থন করা দূরে থাকুক; এ সবকে তারা উৎপাত ও হাঙ্গামা বলে মনে করে; বোমা, বালবের অজুহাতে সরকার যখন জঘন্য ফ্যাসিবাদী নিস্পেষণ চালায় অনেক ক্ষেত্রে তাকে সমর্থনও করে। এর জবাবে কম্যুনিষ্ট পার্টি অবশ্য বলবেন—যারা তা করে তারা হল কংগ্রেসী দালাল। অথচ সেই কথাই যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া হয় তাহলে দাঁড়ায় হাজার হাজার লোক কংগ্রেসের দালালী করছে। তার ওপর লাখ লাখ শ্রমিক আজও সংস্কারবাদী প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের অধীনে চলেছে। "Even if not millions and legions but only a fairly large *minority* of industrial workers follow the catholic priests and a similar minority of rural workers follow the landlords and kulaks"—তাহলেই তাকে বিপ্লবী অবস্থা বলা যাবে না একথা হল লেনিনের বিশ্লেষণ।

সর্ব্বশেষে কমরেড লেনিন বলেছেন—'...must rely upon the *Crucial moment* in the history of the growing revolution when the activity of the advanced ranks of the people is at its height and when the vacillations in the ranks of the enemies and *in the ranks of the weak, half-hearted and irresolute friends of the revolution are strongest,*" বিপ্লবের সময় নির্ভর করবে অগ্রণী শ্রেণী যখন সবচেয়ে সবল এবং প্রতিবিপ্লবী শক্তি যখন সবচেয়ে দুর্বল তার ওপর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর গোটা পৃথিবী দুটা পরস্পর বিবাদমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে যার একদিকে রয়েছে ইঙ্গ মার্কিন নেতৃত্বে পরিচালিত ফ্যাসিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শিবির অন্যদিকে রয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রী শিবির। প্রতিটি দেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের বন্ধু হল ফ্যাসিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শিবির; ঠিক তেমনি প্রত্যেক দেশের প্রগতিশীল গণশক্তির সমর্থক হল সমাজতন্ত্রী শিবির।

বিংশ শতাব্দী ধনতন্ত্রের পতন আর সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির যুগ হলেও ধনতন্ত্রের মৃত্যু আপনা আপনি ঘটবে না; তাকে আঘাত হানার প্রয়োজন আছে; তার জন্য প্রস্তুতির দরকার আছে। সেই প্রস্তুতি-দেশে দেশে গড়ে উঠছে—একথাটা বিশ্ব পুঁজিবাদী শক্তি ভালভাবে জানে বলেই সে উন্মাদের মত আক্রমনাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি গড়ে চলেছে। সে আরও বোঝে এই যুদ্ধে পুঁজিবাদী শিবির যদি পরাজিত হয় তাহলে জগত থেকে তার বিলোপ ঘটবে তাই একদিকে যেমন অস্ত্র সজ্জায় সজ্জিত হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন পুঁজিবাদী ফ্যাসিবাদী শক্তিকে একত্রিত করছে। বিশ্ব সামাজিক শ্রেণী সমাবেশের এই চুড়ান্ত অবস্থায় পুঁজিবাদী দেশ গুলির নিজেদের মধ্যে বিরোধ থাকলেও সে বিরোধ আর একটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জন্ম দেবে তার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। সুতরাং যে কোন দেশের বিপ্লবের কথা চিন্তা করতে গেলে এই কথাটা কিছুতেই ভুললে চলবে না, আজকের সংগ্রাম শুধু দেশীয় শোষক শাসক বর্গের বিরুদ্ধে নয়, তাদের পেছনে অবস্থিত বিশ্ব প্রতিক্রিয়ার সঙ্গেও বটে। তাই কোন একদেশে বিপ্লব আরম্ভ হলে প্রতিক্রিয়াশীলদের জন্য ফ্যাসিবাদী শিবিরের পূর্ণ সাহায্য সেখানে পৌছুবে যেমন গিয়েছে গ্রীসে, ব্রহ্মদেশে, ইন্দোনেশিয়ায়। অন্যদিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন জানে যদি ফ্যাসিবাদী শিবিরের এই যুদ্ধোদ্যমকে ব্যর্থ করতে হয় তাহলে যুদ্ধকে সুদূরপরাহত করতে হবে। কারন যতই দিন যাবে পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের আঘাতে পুঁজিবাদ ততই দুর্বল যেমন একদিকে হবে অন্যদিকে তেমনি এই সময়ের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণশক্তিকে সংঘবদ্ধ করে তোলাও যাবে। উপরন্তু প্রত্যেক দেশের বিপ্লবের ভবিষ্যত নির্ভর করছে যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে শেষ শ্রেণীসংগ্রাম হিসাবে রূপ নিতে যাচ্ছে তাতে জনশক্তির জয়লাভের ওপর। কারণ তাতে গণশক্তি জয়লাভ করলে যেমন বিশ্ব পুঁজিবাদের ধ্বংস হবে এবং বিশ্ব সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে তেমনি তাতে পরাজিত হলে বেশ কয়েক বছরের জন্য সমাজতন্ত্র জগত থেকে বিলুপ্ত হবে। তাই সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রী শিবিরের Strategy হল—যুদ্ধ বিরোধী গণ মোর্চা গঠন করে শান্তির জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। শান্তির সংগ্রামের অর্থ এই নয় যে সোভিয়েট ইউনিয়ন বিশ্বাস করে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবে না। বরং তার অর্থ এই, সাম্রাজ্যবাদীরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাবেই যখন তখন সেই যুদ্ধ প্রস্তুতি যাতে অক্ষুণ্ণ না থাকতে পারে তার জন্য সংগ্রামী গণমোর্চা গঠন করা। এই কারনেই গ্রীসের মুক্তিযুদ্ধ বন্ধ হয়েছে, ফ্রান্স ও ইতালীতে শ্রমিক শ্রেণী বিপ্লব পরিচালনার মত শক্তিশালী থাকা সত্ত্বেও সেখানে বিপ্লব আরম্ভ করা হয়নি। এই বিশ্লেষণের নির্ভুলতা প্রমান করবে কমিনফর্মের সাম্প্রতিক প্রস্তাব। দেশে দেশে ফ্যাসিবাদের সঙ্গে এখনই চুড়ান্ত সংগ্রামে নামার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমানে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে "শান্তিকামী শক্তিগুলিকে সংগঠিত করে দানা বাঁধানোর জন্য স্থায়ী শান্তির লড়াই চালিয়ে যাওয়া আজকের দিনে কম্যুনিষ্ট পাটি গুলির অন্যতম কর্ত্তব্য" বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কমিনফর্মের মতেও এখন হল Mobilisation এর সময়, চুড়ান্ত সংগ্রামের নয়। এই Mobilisation এর মানে সংগ্রামহীনতা নয়। সংগ্রাম চাই কিন্তু চুড়ান্ত সংগ্রাম নয়। বিপ্লবের উপযুক্ত সময় উন্মুক্ত হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যা সাম্রাজ্যবাদীরা ধনতন্ত্রকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা হিসাবে বাধবেই বাধবে। এই হল nternational general programme যদি বিশেষ কোন দেশে বিশেষ কারনের জন্য অবস্থা বিপ্লবের অত্যন্ত অনুকুলে থাকে তাহলে সেখানে বিপ্লব আরম্ভ হলে নিশ্চয় কোন বিপ্লবী কিছু বলতে পারেনা। তবে সেই রকম কোন বিশেষ অবস্থা যে ভারতবর্ষে নেই, এই যা কথা। তাই ভারতবর্ষের আগামী বিপ্লবের কৌশলও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ণয় করতে হবে।

তাহলে দেখা গেল ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি ভারতবর্ষের অবস্থাকে বিপ্লবের অনুকুলে বলে যে বিশ্লেষণ করেছেন তা একেবারে ভ্রান্ত। তাঁরা উগ্র বামপন্থীয় বিচ্যুতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেদের মনের ইচ্ছাকে বাস্তব অবস্থা বলে ধরে নিয়েছেন বলতে হবে। জার্মানীর উগ্রপন্থীদের লক্ষ্য করে কমরেড লেনিন

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিপ্লবের প্রস্তুতি গড়ার সময়

পরাধীনের মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে লেনিন

ভি পেস্তক ভাস্কায়া

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষি বলশেভিক পার্টি ও পৃথিবীর প্রথম বহুজাতিক বিষয়ে মজুর রাজের প্রতিষ্ঠাতা পৃথিবীর সমস্ত শ্রমজীবি মানুষের পরম সুহৃৎ ভ্লাদিমীর ইলিচ উলিয়ানভের (লেনিন) মৃত্যুর পর ২৬ বছর কেটে গিয়েছে।

লেনিনের নামকে নিশানের মত তুলে ধরা পৃথিবীর দুঃখী নির্য্যাতিত পরাধীন মানুষেরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, জাতির বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে এগিয়ে চলেছে।

তাঁর ঘনিষ্ঠতম সহকর্মী ও সাথী স্তালিনের সহিত লেনিন বলশেভিক জাতীয় কর্মসূচী রচনা করেছিলেন। এই কর্মসূচীর মূল মন্ত্র ছিল প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের এমন কি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়ার অধিকার মেনে নেওয়া। বলশেভিক পার্টির কর্মসূচীতে ছোট বড় প্রত্যেক জাতির অধিকারকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া] হয়েছে, তাদের নিজেদের ভাগ্য নিজে হাতে গড়ার অধিকার মেনে নেওয়া হয়েছে, তাদের ওপর কোন বিষয় জোর করে কোন মত চাপিয়ে দেওয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পার্টি এই কর্মসূচীকে বরাবর অনুসরণ করে আসছে।

লেনিন রাজতন্ত্রী রুশিয়ার নাম দিয়েছিলেন "জাতিগুলির বন্দীশালা। রাজতন্ত্র-অরুশ জাতিগুলির ওপর নির্য্যাতন চালতে, তাদের মাতৃভাষাকে দিয়েছিল [illegible] করে তাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে গুঁড়িয়ে রেখেছিল জুতোর তলায়। এই সব জাতিগুলিকে এমনভাবে অতীত যুগের মধ্যে বন্দী করে রাখা হয়েছিল যে তারা লোপ পেতে বসেছিল।

অক্টোবর বিপ্লব দিল এই সব জাতির [illegible] খুলে, জাগিয়ে তুললে তাদের সৃজনশীল জীবনে উদ্বুদ্ধ করে। লেনিন স্তালিন জাতিনীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে আজকের [illegible] শান্তিপ্রিয় বহু জাতিক সোভিয়েত ইউনিয়ন। সেখানে জাতিতে জাতিতে কোন ঝগড়া নেই। তাদের [illegible] মাথা [illegible] বাধা নেই [illegible]। মধ্য যুগীয় অবস্থা থেকে আজ লেনিন ও স্তালিনের প্রতিভা তাদের করে তুলেছে শিল্প সমৃদ্ধ ও কৃষি সম্পন্ন জাতি। তারা যে পথে [illegible] আজকের অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তাতে লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতাই প্রমাণিত হয়েছে। লেনিনের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি দেখতে পেয়েছিল যে অগ্রগামী দেশের সর্বহারা শ্রেণী যদি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে পুঁজিবাদের পর্য্যায় ডিঙ্গিয়ে গিয়ে পশ্চাদ্বর্তী দেশের পক্ষে সমাজতন্ত্রে পৌছান সম্ভব।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিনিধিরা বলতেন যে পুঁজিরাজেও জাতিসমস্যার সমাধান সম্ভব, এই বলে তাঁরা কোটি কোটি মানুষের গোলামীকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতেন। লেনিন তাঁদের এই মতকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি লিখেছেন:—"উপনিবেশের মুক্তি জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার ছাড়া আর কিছু নয়। ইউরোপীয়রা প্রায়ই ভুলে যায় যে উপনিবেশবাসীরাও জাতি। কিন্তু তাদেরই এই "ভুলে যাওয়ার" স্বভাবটাকে সহ্য করা স্বার্থপর জাতীয়তারই সামিল।" (সংগৃহীত রচনাবলী রুশ সংখ্যা ১৯তম খণ্ড, পৃঃ২২৫)

লেনিন কালা ও ধলার মধ্যে, ইউরোপীয় ও এশীয়দের মধ্যে, "সভ্য" ও "বর্বরের" মধ্যে যে চীনের প্রাচীর ছিল সেটিকে ধ্বসিয়ে দিলেন। তিনি দেখালেন যে সাম্রাজ্যবাদী যুগে, জাতীয় প্রশ্ন স্থানীয় রাষ্ট্র সীমানা পার হয়ে, উপনিবেশিক প্রশ্নের সঙ্গে মিশে গিয়েছে এবং হয়ে দাঁড়িয়েছে আন্তর্জাতিক প্রশ্ন; জাতীয় প্রশ্ন আর সাম্রাজ্যবাদের বাঁধন ছেঁড়ার প্রশ্ন এক হয়ে গিয়েছে।

লেনিন দেখলেন যে সাম্রাজ্যবাদী যুগে গোটা পৃথিবীটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে; এক ভাগে শোষকেরা আর এক ভাগে শোষিতেরা। তিনি ঘৃণাভরে লিখেছিলেন যে মুষ্টিমেয় কয়েকটি "সভ্য" জাতি ঔপনিবেশিক জাতিগুলিকে শোষণ করছে নির্মমভাবে অথচ এই শোষিতেরাই পৃথিবীতে সংখ্যা গরিষ্ঠ।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে লেনিন দেখালেন যে, উপনিবেশগুলির ১২৫ কোটি লোক এবং অন্যান্য আমেরিকার ওপর অর্থনৈতিকভাবে অধীন দেশগুলির [illegible]৫ কোটি লোককে শোষণ করছে মাত্র কয়েকটি দেশ যার মোট লোক সংখ্যা ২৫ কোটি। লেনিন ব্রিটন ও আমেরিকার নির্মম শোষণের মুখোস টেনে ছিঁড়ে ফেলেন।

লেনিন শিখিয়েছেন যে সাম্রাজ্যবাদ কোন দিনই স্বেচ্ছায় শোষণ ছাড়বে না। জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামই একমাত্র, সাম্রাজ্যবাদকে দেশছাড়া করাতে পারে। শোষক জাতির সর্বহারা শ্রেণীর পার্টির কাছে তাই লেনিনের দাবী হল শোষিতের মুক্তি সংগ্রামকে তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন করা চাই। লেনিন আরো দেখান যে এই সব মালিক জাতির দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীরা আসলে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী এবং তারা গোলাম জাতির মুক্তি কামনা করে না। তাই তিনি লিখেছেন যে এদের সাম্রাজ্যবাদী পাষণ্ড বলবার অধিকার আমাদের আছে। লেনিন দেখিয়েছেন যে কিভাবে এবং কেন তারা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী হয়েছে এবং মন্তব্য করেছেন যে এই দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীরা শ্রমিক শ্রেণীর ওপরতলার লোকদের আদর্শবাদের প্রতিনিধি। শ্রমিক শ্রেণীর এই অংশকে সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশ শোষণ মুনাফার পাহাড়ের কিছু অংশ ঘুষ দিয়ে কিনে নিয়েছে। এরা তাই দুর্নীতিগ্রস্থ।

লেনিন সঙ্গে সঙ্গে শোষিত জাতির শ্রমিক শ্রেণীর কাছে দাবী করেন যে তাদের মধ্যে স্বদেশী মেহনতী জনগণকে অগ্রগামী জাতির সর্বহারা শ্রেণীর সঙ্গে একতা বোধ জাগাতে হবে। তাদের নিজের দেশের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। যারা উপনিবেশের মুক্তি সংগ্রাম আর মালিক জাতির মধ্যে সর্বহারা আন্দোলনের মধ্যে যোগাযোগ দেখতে না পায় তাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক-শ্রেণীকে সচেতন করা চাই।

প্রাচ্যের প্রত্যেকটি বিপ্লবী আন্দোলনকে লেনিন অতি যত্নের সঙ্গে লক্ষ্য করতেন। সেই আন্দোলনগুলোকে বিশ্লেষণ করে তিনি অক্টোবর বিপ্লবের আগেই এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে প্রধান প্রধান পরাধীন দেশগুলো তখনই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নেমে পড়েছে। "এশিয়ার জাগরণ" পশ্চাদবর্তী ইউরোপ এবং অগ্রবর্তী এশিয়া" ইত্যাদি প্রবন্ধে লেনিন লেখেন যে কোটি কোটি মানুষের চেতনার উন্মেষ হচ্ছে, শ্রেণী সচেতন শ্রমিকদের মনের অন্ধকার দূর হয়ে মুক্তির আলো এসে পড়েছে এশিয়ার নব জাগরণ এবং ইউরোপের অগ্রবর্তী সর্বহারা শ্রেণীর ক্ষমতা লাভের আন্দোলন পৃথিবীর ইতিহাসে এক নতুন যুগ এনে দিয়েছে যার আরম্ভ বিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে।

নিপীড়িত জাতির মেহনতী জনতার সৃজনী শক্তি ও বিপ্লবী সম্ভাবনায় লেনিনের ছিল অগাধ। বিশ্বাস তিনি তাদের "বিশ্বরাজনীতির সক্রিয় ঘটনা এবং সাম্রাজ্যবাদের বিপ্লবী ধ্বংসক হিসাবে অভিহিত করেছেন। (খণ্ড ২৬, পৃঃ ৪২৮)

লেনিনের মৃত্যুর পর বিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলন এগিয়ে এসেছে লম্বা লম্বা পা ফেলে। আজ আরও শক্তিশালী সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রী শিবিরের মধ্যে প্রায় ৮০ কোটি লোক সমাবেত। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েতের বিশ্বতাৎপর্য্যপূর্ণ জয়লাভের ফলে সাম্রাজ্যবাদী শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে মধ্য এবং দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের জাতিগুলি। কমুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনের মহান জনগণ মুক্তি ও স্বাধীনতার নিশান তুলে ধরে নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। ভিয়েৎনাম ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্ম, মালয় এবং অন্যান্য দেশেও অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে মুক্তি সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণ হানছে তীব্র আঘাত।

লেনিন ভবিষ্যবাণী করেছিলেন যে প্রাচ্যের জাতিগুলি যখন আন্দোলনে নেমে আসবে পৃথিবীর ইতিহাস তখন যাবে অনেক তাড়াতাড়ি এগিয়ে। সেই কথা আজ ফলে যাচ্ছে।

পরাধীনের মুক্তি সংগ্রাম আজ বিশ্ব বিজয়কামী ইঙ্গমার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের রূপ নিয়েছে। তথাকথিত অখণ্ড বিশ্ববাদের (Compo-litanism) বুলির ধোঁয়ায় মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের আক্রমনাত্মক ক্রিয়াকলাপকে ঢাকবার চেষ্টা করছে। শোষিত জাতিগুলির মধ্যে দেশদ্রোহী ও দলত্যাগীদের ঘুষ দিয়ে কিনে নিয়ে তারা এই [illegible] শিবিরকে ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করছে। যারা ইতি মধ্যেই মুক্তিপথের পথিক হয়েছে তাদের এরা চেষ্টা করছে আবার পায়ে বেড়ী পরাবার। অভ্যুত্থিত জাতিকে রক্তগঙ্গায় ডুবিয়ে দেবার কাজে সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম সহায় হয়েছে দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী দেশের শত্রুরা।

কিন্তু সেখানেই মুক্তি তরীর হাল ধরে রয়েছে শ্রমিক শ্রেণী যার অগ্রবর্তী অংশ হোল কমুনিষ্ট পার্টি (লেনিন-স্তালিন আদর্শপন্থী) যেখানেই পার্টির নেতৃত্বে গণশিবির সংগ্রাম চালাচ্ছে, সেখানেই পাশ্চাত্যের সর্বহারা শ্রেণীর সঙ্গে শোষিত জাতির মেহনতী জনতার মৈত্রী পাটি জোরদার করতে পারছে, সেখানেই পার্টি শ্রমিক জনগণকে সর্বহারা আন্তর্জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পারবে। সেখানেই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের জয় অনিবার্য্য।

—টাস্

সিন্দ্রিতে আই, এন, টি, ইউ, সির বেপরোয়া গুণ্ডামী

প্রাদেশিকতা প্রচার ও বিহারী বাঙ্গালী দাঙ্গা বাধানোর ষড়যন্ত্র

শ্রমিক আন্দোলন ভাঙ্গিবার অপকৌশল

পুলিশ ও সরকারী মহলে ঔদাসিন্য

নিখিল ভারত সেণ্টাল পি, ডাবলিউ ...র ইউনিয়নের বিহার প্রাদেশিক ...র সভাপতি কমরেড প্রীতিশ চন্দ্র ...দপত্রে এক বিবৃতি মারফৎ জানাইতে-... যে সম্প্রতি সিন্দ্রিতে (মানভূম, ...) শ্রমিক আন্দোলন ভাঙ্গিবার জন্য ...গ্রেসী শ্রমিক প্রতিষ্ঠান আই, এন, ইউ, সির তরফ হইতে বেপরোয়া ...মী সুরু হইয়াছে।

"কেন্দ্রিয় সরকারের শ্রমিক ছাঁটাই ...র দাপটে সিন্দ্রিতে ব্যাপকভাবে ...মিক ও কর্ম্মচারী ছাটাই হইতেছে। ...ল, পি, ডবলিউ, ডিতেই কয়েক ...র মধ্যে প্রায় ২০০ শ্রমিক ...রাণী ছাঁটাই হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ...নেকেরই ৫ বৎসরের অধিক চাকুরী ...। নানা অজুহাতেই এই ছাঁটাই ...তেছিল; সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের ..., পূর্ত্ত ও বিদ্যুত বিভাগের মন্ত্রী ...ge bar' সম্পর্কীয় এক নতুন সার্কুলার ... করিয়াছেন। ইহার ফলে ...তে প্রবেশ কালে যাহাদের সে ...বৎসরের অধিক ছিল তাহাদিগকে ...স্ত করা হইবে। ইতিমধ্যে এই ...লারের জোরে বহু স্থায়ী কর্ম্মচারীকে ...টাই করা হইয়াছে।

...সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ও ...ষ্ট্রাকশন কোম্পানী, ম্যান্সফিল্ড ...ম্পানী, ষ্টুয়ার্ট এণ্ড লয়েডস্ কোম্পানী ...তিতে প্রায় ১০০০ শ্রমিক ছাঁটাই ...র পাকা ব্যাবস্থা হইয়াছে। এই ...ক শ্রমিক ছাটাই বন্ধ করিবার জন্য ...পি, ডবলিউ, ডি, মজদুর ইউনিয়নের ...গে এবং স্থানীয় সোস্যালিষ্ট ইউনিটি ...র ও সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ...দের পরিচালনায় ছাঁটাই বিরোধী ...লন গড়িয়া উঠিয়াছে। কয়েকদিন ...র্বে বিভিন্ন কোম্পানীর শ্রমিকদের নেতৃ-...য় প্রতিনিধিদের এক সভায় ৪০ জন ...ক প্রতিনিধি লইয়া ও কমরেড ...শ চন্দ্রকে সভাপতি করিয়া একটি ...টাই বিরোধি কমিটি" গঠিত হইয়াছে ... ছাটাই বিরোধী কমিটি আন্দোলন ...বার সাথে সাথেই স্থানীয় আই, এন ইউ, সির নেতা রমাশঙ্কর সিং এবং ... দালাল মাইকেল জনের নির্দ্দেশে ... গুণ্ডারা শ্রমিকদের উপর বেপরোয়া ...মী সুরু করিয়াছে—ছাটাই বিরোধী কমিটির সভায় প্রায় ৬০।৭০ জন গুণ্ডা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া হাঙ্গামা করিয়াছে, জঙ্গী শ্রমিকদের ব্যারাকে ঢুকিয়া জোর করিয়া তাহাদিগকে ঘরের বাহিরে আনিয়া বেদম মারপিট করিতেছে, কয়েক দিন ধরিয়া প্রায় সর্ব্বক্ষণ কারখানার গেটের সম্মুখে এবং শ্রমিকদের কোয়ার্টারের আশে পাশে গুণ্ডারা অস্ত্র লইয়া ঘোরা ফেরা করিতেছে এবং শ্রমিকদের যে কোন আলোচনা বৈঠক হইলেই সেখানে হামলা চালাই-তেছে। কারখানার ভিতরেও উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীরা জঙ্গী শ্রমিক নেতাদের দেখাইয়া দিতেছে আর গুণ্ডরা তাহাদের শাসা-ইতেছে।

"গুণ্ডাদের চরম গুণ্ডামীর ফলে শ্রমিক মহলে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। বিহার সেফটি অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী কোন শ্রমিক সভা বা শোভা যাত্রার জন্য অনুমতির প্রয়োজন। অনুমতি চাহিয়া অনুমতি পাওয়া যায় না কিন্তু আই, এন, টি ইউ, সির গুণ্ডারা প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশের চোখের উপর মারপিট করিতেছে, দলে দলে লাঠি ছোরা লইয়া ঘুরিতেছে অথচ তাহাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কিছুই করিতেছেনা। এই গুণ্ডামীর সহিত প্রাদেশিকতার প্রচার চলিতেছে, বিহারী বাঙ্গালী মনোভাব সৃষ্টি করিয়া দাঙ্গা বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে, মুসলমান শ্রমিক দিগকে পাকিস্তানের চর আখ্যা দিয়া মারধোর করিতেছে কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ উদাসীন রহিয়াছে। গুণ্ডামী এতদূর বাড়িয়াছে যে, সাধারণ শ্রমিক ও নাগরিক নিজেদের জীবন বিপন্ন মনে করিতেছে; অথচ বিহার সরকারের তথা কথিত শান্তি রক্ষাকারী পাবলিক সেফটিমেনটেনন্স অর্ডিন্যান্স এই গুণ্ডাশাহীকে দমন করিবার বিন্দুমাত্র লক্ষণ দেখাইতেছেনা।

"স্থানীয় উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারেরা এবং বড় বড় ব্যবসায়ীরা গুণ্ডাদের প্রকাশ্যে সমর্থন করিতেছে এবং শ্রমিকদের মধ্যে বলিতেছে যে, আন্দোলন করিলে বা দাবী জানাইলে রমাশঙ্করের গুণ্ডাদের ডাকিয়া আনিব। সিন্দ্রির এই চরম ফ্যাসিস্তরাজ ও গুণ্ডাশাহীর প্রতি সমগ্র দেশের প্রগতিশীল গণসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, এবং বিশেষ করিয়া যে সকল সংবাদ পত্র জনসাধারণের সুখদুঃখের কথা প্রকাশ করেন তাঁহাদের অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন এই ব্যাপারে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।"

কংগ্রেসী আমলে শিল্পোন্নতির চেষ্টা

৬৬টি নূতন বিদেশী কোম্পানীকে শোষণ করিতে অনুমতি দান

২১৬টি দেশী কলকারখানা তালা বন্ধ

কংগ্রেসী সরকারের ইঙ্গমার্কিন প্রীতি যে কিরূপ হু হু করিয়া চলিয়াছে তাহার আর একদফা প্রমাণ মিলিয়াছে কেন্দ্রীয় শ্রমসচিব শ্রীযুত জগজীবন রামের বক্তৃতা হইতে। ভারতবর্ষের টাটা বিড়লা গোষ্টির গায়ে যাহাতে আঁচড়টি না লাগে তাহার জন্য কতই না চেষ্টা করিতেছেন কংগ্রেসী সরকার; কোটি কোটি টাকা আয়কর ফাঁকি দিলেও তাহার সাজা দিবার কথা চিন্তাই করিতে সাহস পান না সরকার বাহাদুর। তাই তাহা প্রায় মকুব করিয়া দেওয়া হইয়াছে: আয়কর ও সুপারট্যাক্সের হার সরকার ধনিক শ্রেণীর মুখের দিকে তাকাইয়া কমাইয়া দিয়াছেন, ক্যাপিটাল গেণসট্যাক্স ও একসেস প্রফিট ট্যাক্সত তুলিয়াই দিয়াছেন আরও হাজার রকমে ধনিক প্রভুদের পদাম্বুজে তৈল ঘর্ষণ চলিতেছে। ভারতের লৌহ মানবটির হাতে এখন আবার ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে খাড়া করিবার ভার পড়িয়াছে। তিনি ত পরিস্কারই ঘোষণা করিয়াছেন ব্যবসায়ী শ্রেণীকে তাঁহার New Economic Policyতে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও সুবিধা দেওয়া হইবে। লৌহমানব যে টাটা বিড়লার শ্রেণীর কাঞ্চনের তাপে গলিয়া কাদা হইয়া তাহাদের শ্রীপদে আটকাইয়া যাইবে তাহা আর বিচিত্র কি?

সরকারের এই অর্থনৈতিক নীতির দৌলতে ভারতবর্ষে ইতিমধ্যে ২১৬টি কারখানা বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহতে নিযুক্ত ৭৪ হাজার গরীব শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িলেও সরকারের তাহাদের সম্বন্ধে ভাবিবার অবকাশ কাথায়? তাহার উপর গত বছর আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর এই দুই মাসেই ৮৫৪৭৭ ও ৫১৫৮৯ জন শ্রমিক যথাক্রমে বিতাড়িত হয়। নিশ্চয়ই এই সবই ভারতীয় সরকারের শ্রমনীতির সাফল্য?

এত করিয়াও দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর মন পাওয়া নাকি যাইনা... সরকার বিদেশী ... টান ... ৬৬টি বিদেশী কোম্পাণী ভারতে মূলধন খাটাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত ৬ কোটি টাকার মূলধন পৌঁছিয়াছে। তাহার মধ্যে একটি সুইশ কোম্পানীকে আবার মহীশূর সরকার বিনামূল্যে জমি দিয়াছেন এবং আগামী বৎসরে ভারত সরকার বাজেট হইতে ৫০ লক্ষ টাকা দিবেন। এতদিন জানা ছিল স্বাধীন হইলে বিদেশী শোষণকে বন্ধ করিবার চেষ্টা করা হয় এখন দেখা যাইতেছে তাহার বিপরীতটাই। ইহাতে অবশ্য অবাক হইবার কিছু নাই কারণ যে স্বাধীনতাটি মিলিয়াছে তাহাও আসল স্বাধীনতার বিপরীত জাতের কিনা তাই।

...উৎসাহ ... গ্যারেণ্টি ... অবাধভাবে শোষণ ... তাই ইতিমধ্যে ... যখন পাওয়া যাইতেছে।

হামারা পথ

পড়ুন

মধু ও হুল

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

লোককে নাজেহাল হতে হয়েছে, ভারতীয় জনসাধারণকে অন্ততঃ কয়েক লক্ষ বার এই কথা শোনার দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে বিভিন্ন বক্তার মুখ হতে, আর চোরাকারবারীদের লোক দেখানো ভয় পেয়েছি ভয় পেয়েছি ভাব অভিনয় করতে হয়েছে। এবার পণ্ডিতজী সে ভুল শুধরে নিয়েছেন। পুনায় তিনি জানিয়েছেন "আমি যা বলেছিলাম তা বাংলায় দুর্ভিক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলার দুর্ভিক্ষে যে সব চোরাকারবারীরা লাভবান এবং লোকের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল তাদের ফাঁসিতে লটকিয়ে মারা উচিত—এই কথা আমি বলেছিলাম।" এখন যখন বাংলায় দুর্ভিক্ষ নেই, লোকও মরছে না তখন ফাঁসিতে লটকাবার কথাই ...

গণদাবী

রেজিঃ নং সি ৩২৫৩

মধু ও হুল

আমেরিকার জনসাধারণের সম্বন্ধে ধারণাটা এবার না পাল্টিয়ে উপায় নেই। ডাক্তারীশাস্ত্রে বলে ভাল খেলে দেলে দৃষ্টি শক্তি প্রখর হয়। ট্রুম্যান সাহেব ত গলদঘর্ম হয়ে প্রচার করছেন, আমেরিকাবাসী ভাল ভাল জিনিষ খেয়ে বদ হজমে ভুগছে। ফল আর দুধ নাকি অঢেল; কে খায়—প্রচারের ভাব এই রকমের। এই কথা শুনে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী ত শুকনো রাশিয়া ছেড়ে—মার্কিন মুল্লুক পাড়ি মারলেন। এরপর সন্দেহ নিরসন হওয়া উচিত। কিন্তু তবুও কেন মার্কিনবাসী দৃষ্টি শক্তিহীনতায় ভুগছে তার কারণ অনুসন্ধান করা দরকার। নিউইয়র্ক সহরের চিড়িয়াখানায় হাতী নেই বলে তারা ভারত সরকারের কাছে দুটি হাতী চেয়েছে। ভারত সরকারের হয়ে মহীশূর সরকার দুটি পাঠাবার বন্দোবস্তও করেছেন। ভালই বলতে হবে। ভারতবর্ষ থেকে যত হাতী চালান হবে ততই ভারতবাসীর বদান্যতার প্রচার হবে; ভারতের মর্য্যাদাও বিশ্বের দরবারে বাড়বে। তবে আমরা বলি কি, যে ভারতীয় শ্বেত হস্তীটি, ব্যাকরণ শুদ্ধ করে বললে শ্বেত হস্তিনীটি আমেরিকায় রয়েছে তা কি মার্কিনবাসীর চোখে পড়ল না? এই ধরণের শ্বেতহস্তীর সংখ্যা ১৫ই আগষ্টের পর এত বেড়ে গিয়েছে যে যদি পৃথিবীর অন্যান্য দেশ তাদের দেশের চিড়িয়াখানায় এদের স্থান দেয় তাহলে নিরন্ন গরীব ভারতবাসী অন্ততঃ দুবেলায় দুমুঠো খেতে পায়।

★ ★

বছর কয়েক আগেও প্রচার হত কাগজপত্রে ত বটেই এমন কি সিনামাতেও যে, ভারতবাসীরা মাথায় পাখীর পালক গুঁজে জঙ্গলী পোষাক পরে চলাফেরা করে। অর্থাৎ আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে কাল ভারতবাসীর বিশেষ কিছু প্রভেদ নেই। সেই সব ছবি কলকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় সহরের চিত্র গৃহগুলিতে দেখান হত; আর আমরা তা দেখতামও। ইতর জনেরা অবশ্য এর প্রতিবাদ করত, শেষে এদের চেঁচামিচিতে হয়ত তা দেখান বন্ধ হত। এগুলো আমাদের দেশে দেখান হয়েছিল তাই না প্রতিবাদ। কিন্তু যে সব ছবিতে যেমন "India speaks" জঘন্যভাবে ভারতবাসীকে অঙ্কিত করা হয়েছে এবং সেগুলি মাসের পর মাস বিভিন্ন দেশে দেখান হচ্ছে আমেরিকার উৎসাহে সে সম্বন্ধে ভাত সরকার চুপচাপ করে আছেন। অবশ্য না থাকাটাই অস্বাভাবিক হত; কেন না আজ যাঁরা শাসন চালাচ্ছেন তাঁরাই ত দুদিন আগেও ভারতে নামে বিদেশে কুৎসা প্রচার করেছেন। স্যার গিরিজা শঙ্কর যুদ্ধের মধ্যে ভারতবর্ষের কোটি কোটি খরচ করে এসেছেন আমেরিকায় ভারতবাসী বিশ্বাসঘাতক, জার্মান জাপানের গুপ্তচর এই ধরণের কথা প্রচারের উদ্দেশ্যে। আর অতদিনের কথারই বা দরকার কি? দুতিন মাস হল জনৈক ভারতীয় মহিলা যিনি আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে আছেন তিনি বিদেশে প্রচার করে চলেছেন— "ভারতবর্ষে বিবাহের আগে বহু কুমারীর গর্ভসঞ্চার হয়, এই ধরণের অসামাজিক সন্তানদের সংখ্যাও কম নয়।" এতেও সুখী না হয়ে তিনি আরও জানিয়েছেন—"ভারতবর্ষের টাকা নিয়ে বিনিময়ে মেয়েকে কোন পুরুষের কাছে দিয়ে দেওয়া হয়।" এতে নিশ্চয় ভারতবর্ষের বিদেশে খুব মর্য্যাদা বাড়ে? ভারতীয় সরকারের উচিত মিস মেয়োর উপযুক্ত এই ছাত্রীটির পেছনে আরও বেশী করে টাকা খরচ করা যাতে করে এই ধরণের প্রচারের পথে কোন অসুবিধা না হয়।

★ ★

গোটা ভারতবর্ষটা কি জঙ্গল বনে গেল? জাপানী ছেলে মেয়েরা পণ্ডিতজীর কাছে হাতী চেয়েছিল, পেয়েছেও। নিউ ইয়র্কবাসীরা দুটি হাতী চেয়েছে। পাঠাবার বন্দোবস্ত পাকা হয়েছে। এবার আব্দার ধরেছে আমেরিকার ছেলে মেয়েরা। বায়না তাদের—ষাঁড় চাই। একেই বলে কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখান। আমরা নেতাদের বক্তৃতা থেকে বুঝেছিলাম, কংগ্রেসী রাম রাজত্বে রাম নিহত বলে তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য হনুমানের দল শাসন চালাচ্ছে। মার্কিন ছেলেমেয়েরা যদি 'হনুমান চাই' বলে আব্দার ধরত তাহলে না হয় গোটা কতক আসল হনুমানের সঙ্গে একজন ভক্ত হনুমান অর্থাৎ মন্ত্রী পাঠিয়ে দিলেই চলত। কিন্তু ভারতবর্ষে ষাঁড় কোথায় পাওয়া যাবে? লর্ড লিংলিথগো সাহেব যখন বড়লাট ছিলেন তখন এই দুঃখেই না তিনি "Grow more food" আন্দোলনের ছাঁচে "Grow more Stud bulls" আন্দোলন চালিয়ে ছিলেন। তার ফল আমরা জানিনা তবে যদি পরোক্ষ প্রমাণের ওপর নির্ভর করা চলে তাহলে ষাঁড়ের সংখ্যা যে বেশ বেড়েছে স্বীকার করতে হবে। ইংরিজীতে বলে লাল কম্বল ষাঁড়কেই ক্ষেপায়। আমাদের দেশে শুধু লাল পতাকা নয় সব কিছু লালের ওপর প্রদেশে আর কেন্দ্রের যে রকম রাগ তাতে মনে হয় লিংলিথগো সাহেবের আন্দোলন সকল হয়েছিল। ভাগ্যিস সাহেব চেষ্টা করেছিলেন তাইনা আজ আমরা গজে অসন্তুষ্ট মার্কিন ছেলেমেয়েদের দিগগজ পণ্ডিত আর ষণ্ডামার্কা সচিব সংঘ দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারব আশা রাখি।

★ ★

কি কুক্ষণেই না পণ্ডিতজী ভুলে বলে ফেলেছিলেন—" চোরাকারবারীদের ফাঁসিতে লটকাবো ক্ষমতা হাতে পেলে।" এই ছোট এক টুকরা কথার জন্য [illegible]

শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়

৩য় পৃষ্ঠার পর

ঠিক এই ভুলই দেখিয়ে দিয়ে বলেছিলেন— "Clearly, the 'Lefts' in Germany have mistaken *their desire* their political idiological attitude, for actual fact. That is *the most dangerous mistake revolutionaries can make* (Left wing communism an infantile disorder)। ঠিক সেই ভুলই ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি করে চলেছেন। আর এর শ্রেণীগত কারণ রয়েছে দলের নেতৃত্বের মধ্যে পেটি বুর্জোয়া ভাব বিলাসিতার প্রভাব।

একটা কথা ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি আমাদের সম্বন্ধে প্রায় বলেন "ওরা আবার কম্যুনিষ্ট? কম্যুনিষ্টরা কি কখনও নিজেদের সোস্যালিষ্ট বলে? সোস্যালিষ্ট যাদেরই নাম তারাই দালাল।" এর চেয়ে ভুল কথা আর নেই। অবশ্য একথা ঠিক দক্ষিণপন্থী সোস্যাল ডিমোক্র্যাটদের দ্বারা সোস্যালিষ্ট নাম বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে বিজড়িত হয়ে গিয়েছে; তবুও আজও কম্যুনিষ্টরা নিজেদের সোস্যালিষ্ট বলতেও লজ্জা পায়না। পূর্ব জার্মানীর কম্যুনিষ্ট পার্টি কি Socialist Unity Party নামে পরিচিত নয়? ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি কি জার্মানী কম্যুনিষ্ট পার্টিকে অকম্যুনিষ্ট ও দালাল বলতে প্রস্তুত? আমরা বলি শুধু নাম নিলেই কম্যুনিষ্ট হওয়া যায় না, নামই বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করতে পারেনা। আর্ল ব্রাউডারের আমলে মার্কিন কম্যুনিষ্ট পার্টি কি সাম্যবাদী আন্দোলনের বিশ্বাসঘাতকতা করেনি? আজও যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টি কি ফ্যাসিবাদের পথে পা বাড়ায় নি? কম্যুনিষ্ট পার্টি নাম নিলেই কম্যুনিষ্ট পার্টি হওয়া যায় না, যদি না সাম্যবাদী আন্দোলন সে সঠিকভাবে পরিচালনে সক্ষম হয়। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি তা কি পেরেছেন? আত্ম সমালোচনার দৃষ্টি নিয়ে বিচার করে দেখুন; তাহলে দেখবেন তাঁদের দলের ইতিহাস হচ্ছে ভুলের ইতিহাস। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের যুগে আন্দোলন থেকে সরে থেকে তাকে বুর্জোয়া আন্দোলন বলে অপাংক্তেয় করতে গিয়ে নিজেরাই জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। এটা হল বামপন্থীয় বিচ্যুতি। এর পর এল extreme reformism, একেবারে দক্ষিণপন্থীয় বিচ্যুতি। কংগ্রেস আর লীগ হয়ে গেল গণ প্রতিষ্ঠান, এদের নেতৃত্বের শ্রেণী চরিত্র গ্রাহ্যের মধ্যেই আনা হল না। তারই পরিণতি হিসাবে ১৫ই আগষ্টের ক্ষমতা হস্তান্তরকে বলা হল "a step forward for the establishment of People's Democracy in India" তারপর আবার উগ্রবামপন্থীয় নীতি আশু বিপ্লবের চিন্তা ও সন্ত্রাসবাদী কার্য। Left, Right, Left এইভাবে চলেছেন ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি। কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্যদের কাছে আমাদের অনুরোধ তাঁরা ভেবে দেখুন কথাগুলি। কম্যুনিষ্টরা জনতার নেতা, সর্বাপেক্ষা যুক্তিবাদী তাঁরা; অন্ধভাবে চললে চলবে না। আমাদের stand আর ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির stand এর মধ্যে বিচার করে দেখুন কোনটা সঠিক। যে ভুলের ধারা কম্যুনিষ্ট পার্টি করে চলেছেন তাতে তাঁরা কম্যুনিষ্ট নাম ব্যবহার করার অধিকার হারিয়েছেন। আজ ভারতবর্ষে নতুন করে সঠিক সাম্যবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের নেতৃত্বে। তাকে সবল করে তোলাই কম্যুনিষ্টদের একমাত্র কর্তব্য; এর জন্য পচা ভ্রান্তনীতিতে বিশ্বাসী কম্যুনিষ্ট পার্টি-নেতৃত্বকে চুরমার করতেই হবে। দুঃখ পেলেও তা করতে হবে কারন তাছাড়া সবল সঠিক কম্যুনিষ্ট নেতৃত্ব গড়ে উঠবে না। কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্যদের তাই আবার বলি "Do not forget that Com. Ranadive in spite of talking much of Marxism Leninism, Stalinism, and the honour of Cominform is objectively implanting Trotskyism in India" (Com. Shibdas Ghosh, Lecture on 7. 11. 49)

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ্র কর্তৃক পরিবেষক প্রেস, ২৩ ডিক্সন লেন হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।